# চ'ল্‌তি ভাষার বানান

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

## প্রস্তাবনা

কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থস্বত্ব যখন বিশ্বভারতীর হাতে আসে তখন বাঙ্‌লা বানান, বিশেষত চ'ল্‌তি-ভাষার বানান সম্বন্ধে একটি সাধারণ রীতি অবলম্বন কর্‌বার কথা হয়। সম্প্রতি অনেক আলোচনার পরে একটি খস্‌ড়া বানান পদ্ধতি খাড়া করা হ'য়েছে। এ কাজের প্রধান কর্ত্তা, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি-লিট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয়-ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, (প্রবাসীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্‌লার অধ্যাপক, এ কাজে সাহায্য করেছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই রীতিটিকে দেখে দিয়েছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ নিজে সাধারণভাবে এই পদ্ধতিটিকে অনুমোদন ক'রে দিয়েছেন। (১)

---

(১) এখন থেকে বিশ্বভারতী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লেখা মোটামুটি এই পদ্ধতি অনুসারে ছাপা হবে।

আলোচ্য পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভাষা-তত্ত্বের দিক থেকে বানান-সমস্যা আলোচনা কর্‌বার ইচ্ছা বা সামর্থ্য আমার নেই। তা নিয়ে অনেক আলোচনা হ'য়ে গিয়েছে। (১) সে সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বল্‌বারও বোধ হয় বাকী নেই।

কাজ চালানো যায় এমন একটা পদ্ধতি খাড়া করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই নিয়ম ও সঙ্গতির দিক থেকে একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত একটি পদ্ধতি তৈরী কর্‌বার চেষ্টা আমরা করিনি। অভ্যস্ত সংস্কারে যাতে বেশী আঘাত না লাগে সে দিকে দৃষ্টি রেখে জায়গায় জায়গায় অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও অত্যন্ত-প্রচলিত বানান গ্রহণ ক'র্‌তে হ'য়েছে।

এই পদ্ধতিটির মধ্যে খানিকটা অংশ অবশ্য পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার। পরীক্ষাধীন জিনিসগুলি চলে কি না দেখে আবার পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করা যেতে পার্‌বে। বাঙ্‌লা ভাষার বানানকে একেবারে বেঁধে দেবার সময় এখনও আসেনি; আরো কিছুদিন নানা রকম পরীক্ষা ক'রে দেখার প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমান পদ্ধতিটি মোটের উপর কেমন হ'য়েছে, এবং এর মধ্যে কী কী পরিবর্ত্তন ক'র্‌লে ভালো হয় সে বিষয়ে আলোচনা কর্‌বার জন্য আমরা সকলকে অনুরোধ ক'র্‌ছি।

---

(১) শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ও অন্যান্য অনেক লেখক এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক'রেছেন।

## মূল-সূত্র

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানান সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকের মনে দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সংস্কৃত ভাষার নিয়মানুযায়ী বানান লিখ্‌লে সংস্কৃত (ও অন্যান্য অনেক প্রাদেশিক ভাষা) শেখার সুবিধা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত বানান পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর বা বাঞ্ছনীয় নয়।

## তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ

(ক) তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানান সংস্কৃত ভাষার নিয়ম অনুযায়ী লেখা হবে, অর্থাৎ প্রচলিত বানান বজায় থাক্‌বে।

তবে সংস্কৃত শব্দ যখন বাঙ্‌লা বিভক্তিযুক্ত হয় তখন শব্দের বাঙ্‌লা রূপকেই ঠিক রাখ্‌তে হবে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

## তদ্ভব ও বিদেশী শব্দ

তদ্ভব ও বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে কোনো একটা বিশেষ সংস্কার এখনও পুরোপুরি বদ্ধমূল হ'তে পারেনি। পণ্ডিতেরা এই সব শব্দের তেমন পক্ষপাতী নন্ ব'লেই এ সম্বন্ধে এখনও কিছু স্বাধীনতা আছে।

(খ) তদ্ভব ও বিদেশী শব্দের বানান যতদূর সম্ভব উচ্চারণ-অনুযায়ী লেখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তে হবে।

তাতে সংস্কৃত শেখ্‌বার অসুবিধা হবে না, কিন্তু বাঙ্‌লা শেখার সুবিধা হবে। বাঙ্‌লা দেশের নানা জেলার নানা প্রাদেশিক উচ্চারণ অনেকটা এক হ'য়ে আস্‌বার সহায়তা ক'র্‌বে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও

সর্ব্বত্র উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান লেখা আর সম্ভবপর নয়। তা'র কারণ, বাঙ্‌লা বানানের পিছনে অন্তত চার-শ' বছরের ইতিহাস আর সওয়া শ' বছরের ছাপাখানার প্রভাব র'য়ে গিয়েছে। বানানের ইতিহাস আর উচ্চারণ এই দুয়ের মধ্যে একটা রফা করা দরকার।

কোন্ শব্দটা তদ্ভব আর কোন্‌টা তৎসম এ সম্বন্ধে হয় তো মতভেদ হবে। এ সব মতভেদ একদিনে চুকিয়ে দেওয়া সম্ভবপর নয়; তাই এখন সে-তর্কের মধ্যে গিয়ে কোনো লাভ নেই। ক্রমে ক্রমে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে হবে যে কোন্ শব্দটা বানানের পরিবর্ত্তন সইতে পারে আর কোন্‌টাই বা পারে না।

## সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা

বানান সম্বন্ধে সাধুভাষা আর চ'ল্‌তি ভাষার যে পার্থক্য আছে তা সম্পূর্ণ মেনে নিতে হবে। এই পার্থক্য মুখ্যত ক্রিয়া-পদ নিয়ে; সাধুভাষায় ক্রিয়া-পদগুলি ছাপাখানার প্রভাবে এমন একটা বাঁধাবাঁধি চেহারা নিয়েছে যে, তাদের আর এখন বদ্‌লানো যাবে না। সাধুভাষার ক্রিয়াপদগুলির বানান বজায় রাখা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

কিন্তু চ'ল্‌তি ভাষা সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। বাঙ্‌লা সাহিত্যে চ'ল্‌তি ক্রিয়াপদের বহুল প্রচলন খুব অল্প দিন হ'লো আরম্ভ হয়েছে; এখনো একটা ধরা বাঁধা বানান দাঁড়িয়ে যায়নি। এখনও চেষ্টা ক'র্‌লে উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান লেখা সম্ভবপর।

**(গ) সাধুভাষার ক্রিয়ায় বর্ত্তমান প্রচলিত বানান বজায় থাক্‌বে, আর চ'ল্‌তি ভাষার ক্রিয়ায় যথা সম্ভব উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান লেখা হবে।**

এ ক্ষেত্রে তর্ক উঠ্‌তে পারে যে, চ'ল্‌তি ভাষার ক্রিয়া সাহিত্যে আদৌ স্থান পাবে কি না। আমরা কিন্তু সে তর্কের মধ্যে যাবো না। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, চ'ল্‌তি-ক্রিয়াপদ যেখানে ব্যবহার করা হ'য়েছে সেখানে সেই সব ক্রিয়াপদের বানান কী রকম লেখা হবে তাই স্থির করা। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা সাহিত্যে চ'ল্‌তি ক্রিয়াপদ প্রচলিত ক'রে (১) ভালো ক'রেছেন কি খারাপ ক'রেছেন সে কথা নিয়ে এখানে আলোচনা কর্‌বার কোনো দরকার নেই। ভালোই হোক আর মন্দই হোক রবীন্দ্রনাথ (অথবা অন্যান্য সাহিত্যিকেরা) যে সব চ'ল্‌তি ক্রিয়াপদ ব্যবহার ক'রেছেন সেগুলি আমাদের ছাপ্‌তেই হবে—যাঁরা চ'ল্‌তি ক্রিয়াপদের বিপক্ষে তাঁরাও নিশ্চয় একথা ব'ল্‌বেন না যে যেখানে যেখানে চ'ল্‌তি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হ'য়েছে সে সব জায়গা "সংশোধন" ক'রে দেওয়া উচিত।

যা-হোক চ'ল্‌তি ক্রিয়াপদের বানান যদি উচ্চারণ-অনুযায়ী লেখাই ঠিক হয় তবুও নতুন প্রশ্ন উঠ্‌বে যে, সে কোন্ উচ্চারণ? বাঙ্‌লা দেশে চ'ল্‌তি ক্রিয়াপদের নানা রকম প্রাদেশিক উচ্চারণ আছে—সময়ে সময়ে ২৫।৩০ মাইল তফাতে উচ্চারণের বদল হ'য়ে যায় এমনও দেখা গিয়েছে। এই নানা রকম প্রাদেশিক উচ্চারণের মধ্যে কি কোনও একটি বিশেষ উচ্চারণকেই প্রামাণ্য ব'লে ধ'রে নেওয়া হবে? না, যার যেমন ইচ্ছা যে কোনো প্রাদেশিক উচ্চারণ অনুসারে বানান লিখ্‌তে পারবে?

---

(১) বাঙ্‌লা সাহিত্যে চ'ল্‌তি ক্রিয়াপদের আমদানি অনেকদিন আগেই হ'য়েছে। "হুতোম পেঁচার নক্‌সায়" তা'র অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় সাহিত্যে চ'ল্‌তি ক্রিয়াপদগুলিকে প্রথম ভালো ক'রে চালিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ১৭।১৮ বৎসর বয়সের লেখা "য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে" তা'র পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের মতে একটি বিশেষ উচ্চারণকেই প্রামাণ্য ব'লে ধ'রে নেওয়া আবশ্যক, নইলে বিশৃঙ্খলতার সীমা থাক্‌বে না। তা হ'লেই প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, কোন্ বিশেষ উচ্চারণকে প্রামাণ্য ব'লে নির্দ্ধারণ করা হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত নয়। নিছক্ তর্কশাস্ত্রের নিয়ম দিয়ে সেই উত্তরটাকে প্রমাণ করা না গেলেও কাজের ক্ষতি হবে না।

## বাঙ্‌লার প্রামাণ্য উচ্চারণ

বাঙ্‌লা সাহিত্যের ঠিক বর্ত্তমান যুগ ব'ল্‌লে যা বোঝায় অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্‌লা দেশের বড়ো বড়ো লেখকেরা—ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা সকলেই ক'ল্‌কাতা বা ক'ল্‌কাতার কাছাকাছি জায়গার বাসিন্দা ছিলেন, কিম্বা ক'ল্‌কাতায় বসবাস ক'রে এখানকার ভাষাই ব্যবহার ক'রেছেন। বাঙ্‌লা দেশের ইতিহাসে অনেক দিন ধ'রে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর, ভাটপাড়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি জায়গাই বাঙ্‌লা সাহিত্য-চর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। অতএব

(ঘ) ক'ল্‌কাতা ও ক'ল্‌কাতার কাছাকাছি নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের উচ্চারণকেই আধুনিক বাঙ্‌লার প্রামাণ্য উচ্চারণ ব'লে ধ'রে নিতে হবে।

বছর দশেক হ'লো রবীন্দ্রনাথ একথা পরিষ্কার ক'রে ব'লে দিয়েছেন। (১)

---

(১) "ভাষার কথা," সবুজ-পত্র, চৈত্র, ১৩২৩, পৃঃ ৭০৯-৭২৬।

## কবিতার ভাষা

কবিতা পাঠ ক'রে ছন্দ-সমেত উপভোগ কর্‌বার জিনিষ, তাই কবিতার ভাষায় পাঠের সুবিধার জন্য উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান লেখাই সুবিধা। তবে পুরানো ছন্দে (২) যেখানে অনেক সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার হ'য়েছে সেখানে সাধু-ভাষার মতো বানান লেখা দরকার হ'তে পারে।

(ঙ) চ'ল্‌তি ভাষার কবিতায়, বিশেষত স্বর-বৃত্ত ছন্দে, উচ্চারণ-অনুসারে বানান লেখা হবে; সাধু-ভাষার ছন্দে পুরানো বানান বজায় রাখা যেতে পারে।

## অ-কারের ও-ধ্বনি

বাঙ্‌লা ভাষায় অনেক জায়গায় অ-এর ও-উচ্চারণ হয়। ই-কার লোপের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বস্থিত অ-কারের ও-উচ্চারণ (') চিহ্ন দিয়ে দেখানো যাবে। (এই চিহ্নটিকে আমরা ইলেক্‌ চিহ্ন ব'ল্‌বো)।

অন্ত্য অ-এর ও-উচ্চারণ যতদূর সম্ভব ে া-কার দিয়ে লেখাই ভালো। যেমন :—[ মতো, ভালো, কালো ( কৃষ্ণ অর্থে ), ক'র্‌বো ] ইত্যাদি।

(চ) অন্ত্য অ-কারের ও-উচ্চারণ ে া-কার দিয়ে আর মধ্য অ-কারের ও-উচ্চারণ ইলেক (') চিহ্ন দিয়ে লিখ্‌তে হবে।

---

(২) বাঙ্‌লা ছন্দ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন প্রবাসীতে বিস্তারিত আলোচনা ক'রেছেন।

# চ'ল্‌তি-ভাষার ক্রিয়া-পদ

[ বলিয়াছিলাম, বলিতাম, বলিত, বলিলাম, বলিল, বলিয়াছি, বলিয়াছ, বলিতেছি, বলিতেছ, বলি, বল, বলিব, বলিও ] এইগুলি হ'চ্ছে সাধুভাষার ক্রিয়া। চ'ল্‌তি ভাষায় এইগুলি লেখা যায় [ ব'লেছিলাম, ব'লেছিলেম, ব'লেছিলুম, (১) ব'ল্‌তাম, ব'ল্‌তুম, ব'ল্‌তেম, ব'ল্‌তো, ব'ল্‌লাম, ব'ল্‌লুম, ব'ল্‌লেম, ব'ল্‌লে, ব'ল্‌লো, ব'লেছি, ব'লেছো, ব'ল্‌ছি, ব'ল্‌ছো, ব'লি, ব'ল্‌বো, বলো, ব'লো ]

অসমাপিকা ক্রিয়ায় [ ক'রে, ধ'রে ব'সে ] ইত্যাদি আর ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় [ ব'লো (=বলিও) ] সর্ব্বত্র ইলেক ব্যবহার হবে।

[ বলেছিলাম, বলেছিলে, বলেছিলুম, বলেছি, বলেছো, বলি, বলো ] প্রভৃতি শব্দে যেখানে মধ্যস্থিত অ-এর পর হসন্ত অক্ষর নেই সেখানে ইলেক বা ে ি-কার কিছুই ব্যবহার কর্‌বার দরকার নেই; উচ্চারণের একটা সাধারণ নিয়ম মনে রাখ্‌লেই চলে, কারণ, পরে হসন্ত অক্ষর না থাক্‌লে ক্রিয়াপদে অ-এর সাধারণত ও-উচ্চারণই হ'য়ে থাকে। তবে বিকল্পে ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার করা চ'ল্‌বে। যেখানে পরে হসন্ত অক্ষর আছে সেখানে অ-এর ও-ধ্বনি দেখাবার জন্য ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন:—[ ব'ল্‌তাম, ব'ল্‌তুম, ব'ল্‌তেম, ব'ল্‌তো, ব'ল্‌লাম, ব'ল্‌লুম, ব'ল্‌লেম, ব'ল্‌লো, ব'ল্‌চি ( ব'ল্‌ছি ), ব'ল্‌চো ( ব'ল্‌ছো ), ব'ল্‌বো ]।

বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় অ-স্বর ধ্বনি-যুক্ত ধাতুতে ও-উচ্চারণ হয় না [ বলো ( =বলহ ) ] কাজেই ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার করা হবে না। (২)

---

(১) লুম্ প্রত্যয় আধুনিক উচ্চারণ ও প্রাচীন বাঙ্‌লা রীতি দুয়েরই অনুযায়ী।

(২) আমার নিজের মতে মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ধ্বনি ইলেক চিহ্ন দিয়ে নির্দ্দেশ করার চেয়ে অনেক জায়গায় সোজাসুজি ে ি-কার লেখাই সুবিধা অর্থাৎ [ক'র্‌তুম, ক'র্‌ছি, ক'র্‌বো ক'রো]

[ আছ, ছিল, দিল, দিত ] প্রভৃতি শব্দে একটু অসুবিধা আছে। এখানে সাধু-ভাষায় অবশ্য প্রচলিত বানান [ আছ, ছিল, দিল, দিত ] রাখ্‌তে হবে। উচ্চারণ অনুসারে চ'ল্‌তি-ভাষায় [ আছো, ছিলো দিলো, দিতো ] লেখা উচিত। কিন্তু একই শব্দে সম্পূর্ণ আলাদা দুরকম বানান চ'ল্‌বে কিনা সন্দেহ, তাতে অসুবিধাও আছে। চ'ল্‌তি ভাষায় ইলেক ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ঃ—[আছ', ছিল', দিল', দিত'], একেবারে ে া-কার দিয়ে [ আছো, ছিলো, দিলো, দিতো ]—এই রকম বানান চালানো যায় কিনা তা-ও একবার পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লে ভালো হয়।

## বাঙ্‌লা 'এ্যা'-কার

বাঙ্‌লা এ্যা-কারের জন্য একটা আলাদা অক্ষর নিতান্ত আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছে। একটি নতুন অক্ষর ছাড়া. 'দ্যাখো' ( =দেখহ ) আর দেখো' (=দেখিও), 'ফ্যালো' (=ফেলহ) আর 'ফেলো' (=ফেলিও) প্রভৃতির পার্থক্য নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এর একটি সহজ সঙ্কেত ব'লে দিয়েছেন।

### (ছ) এ্যা-কারকে লেখায় আর ছাপায় ব্যবহৃত মধ্য-রূপ [ ে ]-কার দিয়ে দেখানো হবে।

যেমন ঃ—[ দেখো ( দ্যাখো=দেখহ ), মেলো ( ম্যালো=মেলহ ), ফেলো ( ফ্যালো—ফেলহ ) ] ইত্যাদি।

---

না লিখে [কোর্‌তুম্‌. কোর্‌ছি, কোর্‌বো, কোরো ] লেখাই ভালো। তাতে বারবার ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার কর্‌বার অসুবিধা এড়ানো যায় এবং ইলেক্‌-চিহ্নটি শুধু অ-ধ্বনি দেখাবার জন্ম নির্দ্দিষ্ট রাখা যায়। একই ইলেক-চিহ্নকে দুরকম ধ্বনি (কোনো জায়গায় অ-ধ্বনি, আর কোনো জায়গায় ও-ধ্বনি ) দেখাবার জন্ম দু'কাজে লাগাতে হয় না। ে া-কার দিয়ে লেখার বিরুদ্ধে কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে একটা বড়ো আপত্তি আছে—তাতে ধাতুর মূলরূপ ব'দ্‌লিয়ে যাবে। একই [ কর্‌, বল্‌ ] ধাতুর নতুন রূপ আরেকটা ক'রে দাঁড়াবে-[কোর্‌, বোল্‌]।

আদ্য এ্যা-ধ্বনির জন্যও একটা অক্ষর দরকার, এ-অক্ষরটিকে সামান্য একটু ব'দ্‌লিয়ে নিয়ে নতুন একটা অক্ষর তৈরী ক'রে নিলে সুবিধা হয়। সামান্য পরিবর্ত্তন চোখে লাগ্‌বে না কিন্তু [ একক ও একা ( এ্যাকা ), এম্‌নি ও এমন ( এ্যামন ) ] প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণের পার্থক্য দেখানো সম্ভবপর হবে।

উপরের মূল সূত্রগুলি অবলম্বন ক'রে বাঙ্‌লা বানানের একটি খস্‌ড়া নিয়মাবলী নীচে দেওয়া হ'লো।

## নিয়মাবলী

(১) সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের বানান প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার নিয়ম-অনুসারে লেখা হবে।

ব্যতিক্রম :—

(১.১) সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই ইন্‌-প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাঙ্‌লা বিভক্তি-যুক্ত হ'লেও দীর্ঘ-ী-কারই বজায় থাক্‌বে। ইন্‌-অন্ত শব্দে সমস্ত পদে বিকল্পে হ্রস্ব-ি-বানান চ'ল্‌তে পারে, কিন্তু আমরা বাঙ্‌লায় দীর্ঘ-ী কারান্ত প্রথমার রূপকেই বাঙ্‌লার প্রকৃত শব্দরূপ ব'লে ধ'রে নেবো। যেমন :—[ ধনীকে, যাত্রীদল, সঙ্গীহীন, মন্ত্রীগণ ] ইত্যাদি।

(১.২) সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই দীর্ঘ-ী-কারান্ত শব্দে সম্বোধনে দীর্ঘ-ী-কার বজায় থাক্‌বে। যেমন :—[ দেবী, জননী, রূপসী, সুন্দরী, উর্ব্বশী ] ইত্যাদি।

(১.৩) যেখানে অন্ত্য বিসর্গ ( : ) উচ্চারণ হয় না সেখানে বিসর্গ ( : ) না লেখাই ভালো। যেমন :—[ জ্ঞানত, বিশেষত, আপাতত

সাধারণত ] ইত্যাদি (১)। অবশ্য যেখানে বিসর্গ (ঃ) উচ্চারণ হয় সেখানে বিসর্গ (ঃ) লিখ্‌তে হবে। যেমন [ মাতঃ, পিতঃ, নমোনমঃ ] ইত্যাদি।

## (২) হসন্ত-চিহ্নের ব্যবহার

শেষে হসন্ত উচ্চারণ করাই বাঙ্‌লা ভাষার সাধারণ নিয়ম ব'লে শেষে হসন্ত চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই।

যেমন :—[ সকল, বালক, নিশ্চিত, বল্‌লেন ] ইত্যাদি।

( ২.১ ) সাধু ও চল্‌তি দুই ভাষাতেই অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্য সময়ে সময়ে শেষে হসন্ত ( ্‌-চিহ্ন ) ব্যবহার করা দরকার। যেমন ["এ জিনিসটার চল্‌ হ'য়ে গেছে" ; "যদিও ব্রাহ্মণ-বংশ-জাত তবু জাত মানি না" ; "রোজ রোজ যোগান্‌ যোগানো চলে না" ] এই সব বাক্যে [চল্‌, যোগান্‌, জাত্‌] প্রভৃতি শব্দে সাধারণত হসন্ত দিয়ে লেখাই ভালো।

( ২.২ ) চ'ল্‌তি ভাষায় তুচ্ছ অনুজ্ঞায় বিকল্পে শেষে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। যেমন :—[ ডাক্‌, কর্‌, বল্‌, হোক্‌, বলিস্‌, করিস্‌ ] ইত্যাদি।

( ২.৩ ) সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্যান্য তিন অক্ষরের শব্দে উপান্ত অক্ষরে উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত-চিহ্ন ইচ্ছা বা সুবিধা মতো দেওয়া যেতে পারে। যেমন :—[ মেঘ্‌লা, বাদ্‌লা, পশ্‌লা, এম্‌নি, জান্‌লা ] ইত্যাদি।

---

(১) [ আপাতত, বিশেষত, ] প্রভৃতি শব্দে বিসর্গ (ঃ) লোপ করায় কিছু অসুবিধা আছে ; [ আপাতৎ, বিশেষৎ ] পড়্‌বার সম্ভাবনা থেকে যায়। চ'ল্‌তি ভাষায় ইলেক দিয়ে- [ আপাতত' বিশেষত', ] কিম্বা পুরাপুরি ে া-কার দিয়ে [ আপাততো, বিশেষতো ] লেখা- যেতে পারে ; কিন্তু বোধ হয় ইলেক্‌ আর ে া-কার দুই চোখে লাগ্‌বে।

কবিতায় ছন্দ-অনুসারে অনেক সময়ে উপান্ত অক্ষরের অ অথবা হসন্ত দুরকম উচ্চারণই হয়; তাই কবিতায় অনেক জায়গায় উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত-চিহ্ন দেওয়া দরকার। যেমন :—[ বর্‌ষা ( বরিষা, সংস্কৃত বর্ষা থেকে নয় ) আর বর্ষা, ভাবনা ( ভাবোনা ) আর ভাব্‌না, ভরসা ( ভরোসা ) আর ভর্‌সা ] এই সব শব্দে উচ্চারণ-পার্থক্য দেখানোর জন্য হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত।

( ২.৪ ) চ'ল্‌তি ভাষায় তিন অক্ষরের ক্রিয়াপদে উপান্ত অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণই সাধারণ নিয়ম। এ সব শব্দে হসন্ত-চিহ্ন ব্যবহার না ক'র্‌লেও চলে। যেমন :—[ ক'র্‌তে, ব'ল্‌তে, চ'ল্‌তে, ধ'র্‌তে, প'র্‌তে চিন্‌তে ]। আবার হসন্ত ব্যবহার করাও চলে; যেমন :—[ক'র্‌তে, ব'ল্‌তে, চ'ল্‌তে, ধ'র্‌তে, প'র্‌তে, চিন্‌তে, ] ইত্যাদি। কোনোটাতেই অসুবিধা হয় না; উচ্চারণের দিক থেকে হসন্ত-ব্যবহার করাই বোধ হয় ভালো।

শব্দের মধ্যস্থিত স্বর-ধ্বনির লোপের ফলে যেখানে উচ্চারণে সংযুক্ত বর্ণ এসে গিয়েছে সেখানে মূল-রূপের অনুযায়ী ব্যঞ্জন-বর্ণ গুলিকে পৃথক রাখাই বাঞ্ছনীয়। আমরা [ কর্ত্তে, কর্ল্লে, পার্ব্বো, কর্ব্বো ] প্রভৃতি বানান ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। কারণ তাতে ধাতুর নিজ-রূপ অনাবশ্যক বিকৃত হয়ে যাবে—অথচ বিশেষ কিছু সুবিধাও হবে না।

(২.৫ ) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই বিদেশী শব্দে উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন—[ মশ্‌গুল, বুল্‌বুল্ শেক্‌স্‌পিয়র ] ইত্যাদি।

(২.৬) চ'ল্‌তি ভাষায় চার অক্ষরের ক্রিয়াপদে দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত দেওয়া যেতে পারে, না দিলেও চলে, কোনো অসুবিধা হয় না। সুনীতি বাবু দেখিয়েছেন যে, বাঙ্‌লা উচ্চারণের কাঠামো দ্বৈ-মাত্রিক—

দুই দুই অক্ষরে শব্দকে ভাগ ক'রে নিয়ে সাধারণত দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণ হয়। তবে [ দেখ্‌বার ( ত্যাখ্‌বার ), কর্‌বার, বল্‌বার ] প্রভৃতি শব্দে হসন্ত ব্যবহার করা ভালো কিনা পরিক্ষা ক'রে দেখা যেতে পারে।

## (৩) ইলেক ( ' ) চিহ্ন ব্যবহার।

(৩.১) কবিতায়, সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই, হ্রস্ব ি -কারান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ায় ইলেক-চিহ্ন দিতে হবে। যেমন :—[করি', ভরি,' ধরি', চম্‌কি', উচ্ছসি'] ইত্যাদি।

(৩.২) মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ধ্বনি দেখাবার জন্য ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার হবে ; এসম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে। (চ) সূত্র দ্রষ্টব্য।

(৩.২১) চ'ল্‌তি ভাষার ক্রিয়ায় লুপ্ত ইকারের প্রভাবে অ-কার থেকে জাত ও-ধ্বনি ইলেক-চিহ্ন দিয়ে দেখাতে হবে। ও-ধ্বনি যে-ব্যঞ্জন বর্ণকে আশ্রয় করে ইলেক-চিহ্ন তা'র পাশে ব'স্‌বে। যেমন :—[ ক'রে, ব'লে, ক'র্‌বো, ব'ল্‌বো, ক'র্‌তে, প'র্‌তে, ম'র্‌তে, ক'র্‌ছো ইত্যাদি ]।

(৩.২২) কিন্তু যেখানে ও-উচ্চারণ হয় না, সেখানে ইলেক ব্যবহার হবে না। যেমন :—[ কর্‌বার, ধর্‌বার, বল্‌বার, দর্‌কার ] ইত্যাদি।

(৩.২৩) সাধু ভাষায় ও চ'ল্‌তি ভাষায় দুয়েতেই বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় বিকল্পে ইলেক ব্যবহার হ'তে পারে। যেমন :—[ ডাক' ( =ডাকহ ), দেখ' ( =দেখহ ), কর' ( =করহ ), বল' ( =বলহ ) ] ইত্যাদি। কিন্তু চ'ল্‌তি ভাষায় ে 1-কার ব্যবহার করাই ভালো। যেমন :—[ ডাকো, দেখো, করো, বলো ] ইত্যাদি।

(৩.২৪) সাধুভাষায় ও চ'ল্‌তি ভাষায় দ্বিত্ব শব্দে বিকল্পে, যেমন :—[ কাঁদ'-কাঁদ', পড়'-পড়', নিব'-নিব', ] কিন্তু চ'ল্‌তি ভাষায় ে 1-কার

লেখাই ভালো, যেমন :—[ কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো ] ইত্যাদি।

(৩.২৫) চ'ল্‌তি ভাষায় [ আছ', দিল', দিত', ছিল,' ] প্রভৃতি শব্দে ইলেক চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু হয়তো চোখে লাগ্‌বে।

(৩.৩) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্য লুপ্ত অক্ষরের পরিবর্ত্তে আবশ্যক-মতো ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন :—[ ক'বে ( কহিবে ) আর কবে (কোন্ দিন ), র'বে (রহিবে) আর রবে (শব্দে), তা'র ( তাহার ) আর তার ( তন্ত্রী ), তা'রা ( তাহারা ) আর তারা ( নক্ষত্র ), বা'র ( বাহির ) আর বার ( দিন ) ] ইত্যাদি। কিন্তু তাতে ইলেকের ও-ধ্বনি জ্ঞাপক ব্যবহারের সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘ'ট্‌বে।

(৩.৪) অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন :—[ভর'সা ও ভর্‌সা, এম'নি ও এম্‌নি ] ইত্যাদি। কিন্তু তাতে (৩.২) এর নিয়মের সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘটে। একই ইলেক-চিহ্ন দিয়ে দুটি আলাদা ধ্বনি ( ও ধ্বনি আর অ-ধ্বনি ) দেখাতে হয়। আমাদের মতে ইলেক-চিহ্নকে শুধু অ-ধ্বনি দেখাবার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাতে মধ্য ও-ধ্বনি সর্ব্বত্রই ে-কার দিয়ে লেখা দরকার হয়।

## (৪) বাঙ্‌লায় অন্ত্য অ-কার ব্যবহার।

(৪.১) তৎসম শব্দে :—[ স্নেহ, গত, নত, মৃগ, পালিত, বিহিত ] ইত্যাদি।

(৪.২) অন্ত্য সংযুক্ত বর্ণে—তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশী শব্দে—সর্ব্বত্রই। [ সূর্য্য, মন্দ, ফর্দ্দ, কর্জ্জ ] ইত্যাদি।

(৪.৩) সাধুভাষার ক্রিয়া-পদে । [ রহিয়াছ, করিয়াছ, বলিব, করিব ] ইত্যাদি।

(৪.৪) [ যেন, কেন, যত, তত, এত, কত ] এই কয়টি অত্যন্ত প্রচলিত শব্দে। উচ্চারণ অনুসারে [ যেনো, কেনো, যতো, ততো, এতো, কতো] লেখা উচিত; কিন্তু অভ্যস্ত সংস্কারে সইবে কি না সন্দেহ। তবে ে া-কার চালিয়ে দিতে পার্‌লেই ভালো হয়।

(৪.৫) অন্ত্য বিসর্গ ( : ) যেখানে লোপ হয়েছে সেখানে আপাতত শুধু অ-কার দিয়েই চালাতে হবে। যেমন :—[ আপাতত, বিশেষত, সাধারণত ] ইত্যাদি। তাতে কিছু অসুবিধা আছে। (ঙ) মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

(৪.৬) অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে বটে কিন্তু তাতে (৩.২) এর সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘ'ট্‌বে। (৩.৪) দ্রষ্টব্য।

## (৫) অ-এর ও-ধ্বনি।

(৫.১) মধ্যস্থিত অ-এর ও-ধ্বনি ইলেক দিয়ে দেখানো হবে। (চ), (৩.২) ও (৩.৪) দ্রষ্টব্য।

(৫.২) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই তদ্ভব শব্দে যেখানে অন্ত্য অ-এর ও-উচ্চারণ হয়, সেখানে ে া-কার দেওয়া হবে। যেমন— ভালো, কালো, মতো, ছোটো, বড়ো, কখনো, যখনো, এখনো, আরো, বারো, তেরো, চোদ্দো ( কিন্তু চৌদ্দ ), পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, পুরানো ] ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম :—[ যেন, কেন, যত, তত, কত, এত ] এই কয়টি শব্দে ে া-কার চলে কি না পরীক্ষা ক'রে দেখা যেতে পারে। (৪.৪) দ্রষ্টব্য।

(৫.৩) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষায় 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দে ে া-কার দেওয়া হবে। [ করানো, বলানো, পড়ানো, দেখানো ] ইত্যাদি।

(৫.৪) সাধু ভাষায় বিকল্পে ও চ'ল্‌তি ভাষায় সাধারণত দ্বিত্ব শব্দে ে া-কার ব্যবহার হ'তে পারে। [ কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ে, নিবো-নিবো ]। (৩.২৪) দ্রষ্টব্য।

(৫.৫) চ'ল্‌তি ভাষার ক্রিয়ায় সাধারণত উচ্চারণ অনুসারে ে া-কার ব্যবহার হবে। [ ডেকো ( =ডাকিও ), থেকো ( =থাকিও ), এলো ( =আসিল ), ব'ল্‌লো, ক'র্‌লো, র'য়েছো, ব'লেছো, ] ইত্যাদি। ( ৩.২৩ ) দ্রষ্টব্য।

## (৬) ই-, ঈ-কার ব্যবহার।

(৬.১) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই ইন্‌-প্রত্যয়ান্তশব্দে বাঙ্‌লা বিভক্তিযুক্ত হ'লেও দীর্ঘ ঈ-কার লেখা হবে। [ গুণীকে, ধনীকে, মন্ত্রীরা, রোগীদের ] ইত্যাদি। (১.১) দ্রষ্টব্য।

(৬.২) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই প্রশ্নসূচক অব্যয় "কি" হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। নির্দ্দেশক সর্ব্বনাম "কী" দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন :—[ তুমি কি খাবে ? (অব্যয়) ; তুমি কী খাবে ? ( সর্ব্বনাম ) ; তুমি কী কী খাবে ( সর্ব্বনাম )]। (১)

## (৭) উ-কার ব্যবহার।

(৭) তদ্ভব শব্দে সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই (অ) উ-কার লেখাই ভালো ; ঔ-কার যতদূর সম্ভব কম ব্যবহার হবে। [ বউ, লাউ, মউ ] ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত শব্দে বিকল্পে ে ৌ-কার লেখা যেতে পারে। যেমন—[ বৌঠাকুরাণী, চৌঘুড়ী, মৌমাছি, চৌধুরী ] ইত্যাদি।

---

(১) পুরাণো বাঙ্‌লা পুঁথিতে "কী" বানান অনেক জায়গায় পাওয়া যায়।

## (৮) ে -কার এবং মধ্য ে -কার ব্যবহার।

(৮.১) চ'ল্‌তি ভাষায় সকর্ম্মক ক্রিয়ায় অতীতে বিকল্পে ে -কার লেখা হবে। যেমন :—[ কাঁদ্‌লে, ক'র্‌লে, ব'ল্‌লে ইত্যাদি ]।

অকর্ম্মক ক্রিয়ায় ে -কার চলে না ; সর্ব্বত্র ে া-কার কিংবা ইলেক ব্যবহার ক'র্‌তে হবে। যেমন :—[ কাঁদ্‌লো, হ'লো, গেলো ইত্যাদি ]।

(৮.২) চ'ল্‌তি ভাষায় অতীত ক্রিয়ায় বিকল্পে ে -কার। যেমন :—[ ক'র্‌তেম, ক'র্‌লেম, ব'ল্‌তেম, ব'ল্‌লেম ] ইত্যাদি।

(৮.৫) সাধু ও চ'ল্‌তি দুই ভাষাতেই এ্যা-উচ্চারণে সর্ব্বত্র মধ্য ে -কার ব্যবহার হবে। যেমন :—[ দেখা, খেলা, বেলা, ফেলা, মেলা, যেন, কেন ] ইত্যাদি।

## (৯) ও-কার ব্যবহার।

অন্ত্য অ-এর ও-ধ্বনি সম্বন্ধে আগে আলোচনা করা হয়েছে।

(৯.১) সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা এই দুয়েতেই উৎপত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে [ মোতি, গোরু, কোলু, আর বিকল্পে নোতুন ] এই কয়টি তদ্ভব শব্দে ে া-কার লেখা হবে।

(৯.২) [ কোনো ] আর [ কোনও ] এই দুয়ের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে ; আবশ্যক মতো [ কোনও, কখনও, আজও, তখনও ] ইত্যাদি লেখা হবে।

(৯.৩) [ করিয়ো, নিয়ো ] প্রভৃতি শব্দে "য়ো" লেখাই আপাতত চ'ল্‌বে।

## (১০) ব্যঞ্জনবর্ণ

(১০.১) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই [ কান, বানান, পান, সোনা ] এই শব্দ গুলি দন্ত্য-ন দিয়ে লেখা হবে। দন্ত্য-ন বাঙ্‌লা উচ্চারণ আর বাঙ্‌লা বানান এই দুয়েরই অনুমোদিত। (১)

(১০.২) "আছ" ধাতুর বিকৃতরূপে ক'লকাতার উচ্চারণ ধ'রে বিকল্পে "চ" ব্যবহার করা চ'ল্‌বে, বিশেষত কবিতায় হসন্ত অক্ষরের পরে। যেমন :—[ ব'ল্‌চি ( ব'ল্‌ছি ), ব'ল্‌চো ( ব'ল্‌ছো ) হ'চ্চে, দিচ্চে ] ইত্যাদি।

(১০.৩) সাধুভাষা ও চ'ল্‌তি ভাষা দুয়েতেই বিদেশী শব্দে মূলরূপ অনুসারে তালব্য-শ ব্যবহার করা হবে। [ শহর, শেক্‌স্‌পিয়র, শেলি, শাজাহান ( শাহ্‌জহান ), হামেশা, মশ্‌লা ] ইত্যাদি। কিন্তু [ সরম ] শব্দটীতে প্রচলিত বানান্ অনুযায়ী দন্ত্য-স লেখাই চ'ল্‌বে।

## (১১) স্বরানুক্রম

(১১) চ'ল্‌তি ভাষায় উচ্চারণ-অনুসারে স্বরানুক্রম ( Vocalic harmony ) বানানে দেখানো যেতে পারে। যেমন :—[ একটা, দুটো, তিন্‌টে, বিলিতী, দিশী, পুজো, জুয়ো, ধুনুরী, খুড়ো, চুড়ো, শুখো, ফিতে, হিসেব ] ইত্যাদি।

---

(১) রবীন্দ্রনাথের "বাঙ্‌লা বানান", প্রবাসী ১৩২৩, বৈশাখ, ৭৮-৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ওড়িয়া ভাষায় মূর্দ্ধন্য-ণ উচ্চারণ থাকা সত্ত্বেও [ কান, পান ] দন্ত্য-ন দিয়ে লেখা হয়।

[ "প্রবাসী" ( অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ ) হইতে পরিবর্ত্তিত আকারে পুনর্মুদ্রিত। ]